সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩০৬
WEEKLY BOOKLET:306

# আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রথম হজ্ব ১৯৮০ ইং

পায়ে হেঁটে হজ্ব ৬
শবে কদর থেকেও উত্তম ১০
আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত ৮
আমীরে আহলে সুন্নাত ও নামায ১৭


উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

## প্রথমে এটা পড়ে নিন

আশিকে মদীনা, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ১৪০০ হিজরী অনুযায়ী ১৯৮০ তে প্রথম হজ্ব আদায় করার সৌভাগ্য নসীব হয়। মক্কা মুক্কাররমা ও মদীনা মনোওয়ারা উপস্থিত হওয়ার আমীরে আহলে সুন্নাত এর অনন্য উপায় ও বিভিন্ন কার্যাদী, হজ্ব আদায় ও ওমরা আদায়ের অনুভূতির বর্ণনা আশিকানে রাসূল বিশেষ করে হারমাঈনে তৈয়্যিবাইন (মক্কা ও মদীনা) গমনকারীদের জন্য শিক্ষা এবং আগ্রহ বৃদ্ধির একটি মাধ্যম। আমীরে আহলে সুন্নাতের এই মোবারক সফরকে "সপ্তাহিক পুস্তিকা বিভাগের পক্ষ থেকে লিখিত আকারে উপস্থাপন করা হলো। এর প্রথম পর্ব "আমীরে আহলে সুন্নাতের **প্রথম মদীনা সফর**" দ্বিতীয় পর্ব "আমীরে আহলে সুন্নাতের মদীনার সফরের ঘটনাবলীর" নাম দিয়ে উপাস্থপন করা হযেছে, এখন তৃতীয় পর্ব "আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রথম হজ্ব (১৯৮০)" আপনাদের সামনে।

আজ থেকে প্রায় ৪৪ বছর পূর্বে ১৯৮০ সালে অডিও, ভিডিও, রেকর্ডিং বা লিখার তেমন কোন ব্যবস্থা ছিলো না যে হজ্ব সফরের বিস্তারিত অবস্থাদী সংরক্ষণ করা যায়। এই পুস্তিকাতে সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ ও ঘটনাবলীর জন্য অধিক সাহায্য স্বরূপ "মাদানী মুযাকারার" এবং মাদানী চ্যানেলের অন্যান্য অনুষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কেননা অনেক প্রশ্নোত্তরে বা ব্যক্তিগতভাবে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রথম হজ্ব সফরের কিছু না কিছু অবাস্থাদী নিজেই বর্ণনা করেছেন, তাছাড়া অন্যান্য মাধ্যম দ্বারাও তথ্যবলী সংগ্রহ করা হয়েছে। যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করে সঠিক তথ্য সম্ভলিত এই পুস্তিকা অবশ্যই সংশোধন ও সংযোনের পর প্রস্তুত করা হচ্ছে। اِنْ شَآءَ الله এই মোবারক সফরের চতুর্থ পর্ব "আমীরে আহলে সুন্নাতের মদীনা থেকে পৃথক হওয়া" এই খন্ডে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। প্রত্যেক সপ্তাহে দাওয়াতে ইসলামীর সোস্যাল মিডিয়া এবং বিশেষ করে মাদানী মুযাকারাতে মাদানী চ্যানেলে যে পুস্তিকা পড়ার ঘোষণা দেয়া হয় সেটা অবশ্যই পড়ুন বা শুনে নিন। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হজ্ব ও ওমরার সৌভাগ্য দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

**আবু মুহাম্মদ তাহের আত্তারী মাদানী** عُفِيَ عَنْه
**(বিভাগ: সাপ্তাহিক পুস্তিকা, আল-মদীনাতুল ইলমিয়া)**



www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রথম হজ্ব ১৯৮০

**খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়াঃ** হে আল্লাহ পাক! যে কেই এই পুস্তিকা **'আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রথম হজ্ব'** পড়ে কিংবা শুনে নিবে তাকে বার বার হজ্ব ও মদীনা যিয়ারত দ্বারা ধন্য করে তাকে বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌসে তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ ফরয হজ্ব করো, নিঃসন্দেহে এর প্রতিদান বিশটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার চেয়ে বেশি এবং আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করা এর সমপরিমাণ।

**(ফেরদৌসুল আখবার, ১/৩৩৯, হাদীসঃ ২৪৮৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## মুর্শিদের আনুগত্য

হজ্বের মাসের বরকতের দিন এসেছে, হজ্ব ও মদীনা যিয়ারতের আগ্রহে হাজীদের কাফেলা আরব শরীফের দিকে গমন করছে। এই অনুভূতি ও আগ্রহের অবতারণা হতেই আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী



www.dawateislami.net

যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অন্তরে হজ্বের আগ্রহ বৃদ্ধি হতে থাকে কিন্তু অপারগতা এটা যে তিনি ওমরার ভিসাতে হারামাইন শরীফে উপস্থিত হয়ে ছিলেন, আমীরে আহলে সুন্নাত সৌভাগ্যবান যে ব্যবস্থাপনার পক্ষে থেকে ঘোষণা আসলো যে যারা হজ্বের খরচাদী জমা দিয়েছেন তারা হজ্ব করতে পারবেন। সেই সময় হজ্বের খরচ ছিলো কেবল চারশ (৪০০) বা পাঁচশ (৫০০) রিয়াল। কতিপয় ব্যক্তি বলতে লাগলো: কেউ জিজ্ঞসা করবে না, মক্কা চলে যায়, হজ্ব করে নিবো টাকা দেয়ার কি প্রয়োজন? কিন্তু আশিকে মদীনা অত্যন্ত অনুভূতিশীল ছিলেন, তিনি তার পীর ও মুর্শিদ সায়্যিদী কুতবে মদীনা মাওলানা যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খিদমতে এটা আরজ করলো তখন পীর মুর্শিদ বললেন: "নিয়ম অনুযায়ী হজ্ব করুন! "কামিল মুরিদ পীরে কামিলের কথার প্রতি লব্বায়িক বলে নিজের পাসপোর্ট একজন বন্ধুর মাধ্যমে এজেন্টের নিকট জমা করে দিলেন, আর এজেন্ট পাসপোর্ট হজ্বের ভিসার জন্য জেদ্দা শরীফ পাঠিয়ে দিলেন, যখন কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ভিসা ফেরত আসেনি তখন তাঁর অস্তিরতা বাড়তে থাকে, যেহেতু হজ্বের মৌসুম আরম্ভ হয়ে গেলো আর হজ্বযাত্রীদের কাফেলা দলে দলে আরব শরীফের দিকে চলতে আরম্ভ করে দিলো.....

আরফাত আওর মুযদালিফা আওর মিনা চলো
হজ্ব করলো হক ছে ইযিন দিলা দিজীয়ে হুযুর

এমতাবস্থায় আমীরে আহলে সুন্নাতের সাথে "মদীনা শরীফের একস্থানে করাচীর একজন আলেম সাহেব হযরত মওলানা জমিল আহমদ নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাক্ষাৎ হয়। (হযরত কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে খিলাফত



www.dawateislami.net

দ্বারা ধন্য করেছিলেন।) তিনি আশিকে মদীনার এই পেরেশানী দেখে বললেন: আমাকে মদীনার গলিতে একজন বুযুর্গ এই অযীফার অনুমতি দিয়ে ছিলেন: "قَلَّتْ حِيْلَتِیْ اَنْتَ وَسِیْلَتِیْ اَغِثْنِیْ یَارَسُوْلَ اللّٰہ" (اَغِثْنِیْ এর স্থানে اَدْرِکْنِیْ এটাও বৃদ্ধি করতে পারবেন) আমি মদীনার গলিতে এই অযীফার অনুমতি দিচ্ছি, উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার জন্য এই অযীফা ভালো। আশিকে মদীনা কয়েকবার এটা পড়ছিলো মাত্র, পাসপোর্টে ভিসা লেগে এসে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ এভাবে আমীরে আহলে সুন্নাতের সর্বপ্রথম হজ্বের ব্যবস্থা সম্পন্ন হলো।

মিল গায়ী কেসী সাআদাত মিল গায়ী, মুজকো আব হজ্ব কি ইজাযত মিল গায়ী

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

## সৈয়দজাদাদের সাথে হজ্বের উদ্দেশ্যে যাত্রা

মদীনা শরীফে অবস্থাকালীন সময়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের সাথে অনেক আশিকে রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ হতে থাকে এবং তাঁর মিশুকতা ও সৎ চরিতের কারণে অনেক লোক হযরতের সাথে বন্ধুত্বও করেন, সেই হালকাতে মুহাব্বাতকারীদের মধ্যে হতে কিছু সৈয়দ জাদাগণও তাঁকে খুব ভালোবাসতো তাদেরও হজ্বের ইচ্ছা হলে তখন আমীরে আহলে সুন্নাতকে তাঁদের সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তাব দিলেন, আশিকে মদীনা গ্রহণ করে নিলেন। আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও দয়ায় এভাবে কয়েকজনের সমন্বয়ে গঠিত এই সংক্ষিপ্ত কাফেলাটি ইহরাম বেঁধে "হজ্ব-ই-কিরানে"র নিয়্যতে {এ প্রকারের হজ্ব সবচেয়ে উত্তম (বিস্তারিত জানার জন্য বাহারে শরীয়ত ১/১১৫৫, ৬ খন্ড এবং রফিকুল হরামাইন অধ্যন করুন)} মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে



www.dawateislami.net

যাত্রা করেন। আল্লাহ পাকের দরবারে আমীরে আহলে সুন্নাত "ওয়াসায়িলে বখশিশে" আরজ করেন:

জিস জাগা আটো পাহাড় আনুওয়ার কি হে
এছি নূরানী ফযাও মে বুলায়া শুকরিয়া বারিশে

## হে আল্লাহ পাক! আমি হাযির

হজ্বের জন্য আগত অধিক হজ্বযাত্রীর কারণে বালাদুল আমীন (অর্থাৎ মক্কা পাকের) জাকঝমক বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। আশিকে মদীনা তাওয়াফ ও সায়ীর সৌভাগ্য অর্জন করে ওমরা শরীফ সম্পন্ন করলেন। হজ্বে কিরানকারীদেরকে তাওয়াফে কুদুম করতে হয় {মিকাতের বাইরে আগত মক্কা মুয়াযযামা উপস্থিত হয়ে সর্বপ্রথম যে তাওয়াফ করে তাকে তাওয়াফে কুদুম বলা হয়। কিরানকারীর জন্য এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। (বাহারে শরীয়ত, ১/১০৫০, ০৬)} তিনি তাও করে নিলেন। এরপর তিনি হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঘটনার মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন। যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইহরাম বাঁধলেন তখন "لَبَّيْك" পড়লেন না। জিজ্ঞাসা করা হলো: ইয়া সায়্যিদী! لَبَّيْك? বললেন: আমার ভয় হচ্ছে কখনো যেনো উত্তরে "لَا لَبَّيْكَ" বলে না দেয়। আরজ করা হলো"হুযুর! ইহ্রাম বেঁধে لَبَّيْك বলা জরুরী। যখনই তিনি لَبَّيْك পড়লেন তখন অজ্ঞান হয়ে যমিনে তাশরিফ নিয়ে গেলেন যে, এটা কোন মহান সম্মানিত অমুখাপেক্ষীর দরবারে উপস্থিত হওয়ার দাবী করছি, সারা রাস্তায় ইমাম জয়নুল আবেদীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "র মোবারক ভাবাবেগ ছিলো যে, যখনই لَبَّيْك পড়তো অজ্ঞান হয়ে যেতো। (তাহযিবুত তাহযিব, ৫/৬৭০) আল্লাহ পাকের তাঁদের উপর রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।



www.dawateislami.net

(আশিকে মদীনা চিন্তা করতে থাকে) হায়! আমিতো এটা নির্ভয়ে "لَبَّيْك" পড়ে আসলাম। এর অর্থের উপর কি দৃষ্টি দিয়েছি? "اَللّٰهُمَّ لَبَّيْك" আমি উপস্থিত "اَللّٰهُمَّ لَبَّيْك" হে আল্লাহ আমি উপস্থিত হয়েছি " اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْك" নিঃসন্দেহে সমস্ত প্রশংসা" নিয়ামত ও রাজত্ব তোমার জন্য "لَاشَرِيْكَ لَك" তোমার কোন শরীক নেই। না শরীরে কম্পন হলো, আর না অনুভূতি হলো যে, কি বলছি!

যো হাইবত ছে রুকে জুরম তো রহমতনে কাহা বড় কর
চলে আও চলে আও ইয়ে ঘর রহমান কা ঘর হে

## জীবনে প্রথমবার হাজরে আসওয়াদের চুম্বন

আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাত সেই হজ্বে (১৯৮০) প্রথমবার "হাজরে আসওয়াদ" চুম্বন করলেন এবং মকামে ইব্রাহীমে বিদ্যমান সেই পাথরেরও যিয়ারত করেন, যেটার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام কাবা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন।

**(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/২৭৭)**

## পায়ে হেঁটে হজ্ব

এ সফরের সময় আশিকে মদীনার বয়স প্রায় ৩০ বছর ছিলো, তিনি তার সঙ্গীদের সাথে "পায়ে হেঁটে হজ্ব" করার ইচ্ছা করেন অতঃপর মক্কা থেকে মিনা শরীফ, সেখান থেকে আরফাত ও সেখান থেকে মুযদালিফা শরীফ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে সফর করেন।

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মক্কা থেকে পায়ে হেঁটে হজ্বে যায় এই পর্যন্ত যে, পুনরায় ফিরে আসে তার জন্য



www.dawateislami.net

প্রতিটি কদমে সাতশত নেকী হেরম শরীফের নেকীর ন্যায় লিখে দেয়া হবে। আরয করা হলো: হেরম শরীফের নেকীগুলোর পরিমাণ কতটুকু? ইরশাদ করেন: প্রতিটি নেকী লক্ষ নেকী। (মুস্তাদরিক লিলহাকিম, ২/১১৪, হাদীস: ১৭৩৫)

হযরত মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাক লিখার পর বলেন: এ হিসাবে প্রতিটি কদমে সাতশ কোটি নেকী হবে। وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (অর্থাৎ আল্লাহ পাক মহান দয়ালু)। (বাহারে শরীয়ত, ১/১০৩২, ৬ অংশ)

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি সম্ভব হয় তাহলে পায়ে হেঁটে হজ্ব করুন কারণ এটা উত্তম। (ইহ্য়াউল উলুম, ১/৩৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## আশিকে মদীনার সফর সঙ্গী হলো কিতাব

আশিকে মদীনার হজ্বের সফরও কতইনা সুন্দর! এ বরকতময় সফরে যেটা চমৎকার ও মহান কিতাব সফরের সঙ্গী ছিলো তা আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হজ্বের বিধান সম্বলিত কিতাব "اَنْوَارُالبِشَارَةِ فِيْ مَسَائِلِ الْحَجِّ وَ الزِّيَارَةِ" ছিলো। (আমীরে আহলে সুন্নাত "আনওয়ারুল বাশারত ফি মাসায়িলুল হজ্ব ও যিয়ারত" এবং "বাহারে শরীয়ত" ইত্যাদির সাহায্যে বর্তমান যুগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা সমূহকে নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে একত্রিত করে দু'টি বড় কিতাব "রফিকুল হারমাইন" ও রফিকুল মু'তামেরীন" নামে লিখেছেন। হজ্ব ও ওমরার সময় এ কিতাবগুলো থাকা অনেক জরুরী। শুভকামনা! আশিকে রাসূলের ১৩০টি ঘটনাবলী" কিতাব অধ্যয়ন করুন, তাহলে আনন্দ ও প্রফুল্লতা বৃদ্ধি হতে থাকবে। অভিজ্ঞতা পূর্বশর্ত। **মদীনা মনোওয়ারার মত আশিকে মদীনা মক্কা মুকাররমাতেও খালি পায়ে ছিলেন।**



www.dawateislami.net

মে মক্কে মে পের আ গেয়া ইয়া ইলাহী
করম কা তেরে শুকরিয়া ইয়া ইলাহী

## চলো চলো মিনায় চলো

৮ যিলহজ্ব শরীফের দিন আসলো তখন হাজীদের আওয়াজ যেনো সমুদ্রের গর্জনের ন্যায় মিনা চলো মিনা চলো" এই আহবানে সাড়া দিতে মিনার দিকে রাওনা হলো। মিনা শরীফে আশিকে মদীনার কাফেলার সদস্যরা একটি পাহাড়ের উপর উঠে তাবু স্থাপন করলেন। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ফল-মুল ইত্যাদি সাথে ছিলো। সেই হজ্বে আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর অনেক পরীক্ষা আসলো কিন্তু তিনি "আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই সবচেয়ে উত্তম এই দৃষ্টান্ত স্থাপনে অবিচল থাকেন। প্রথম পরীক্ষা এটা ছিলো যে, পাহাড়ে উঠা নামার কারণে তাঁর কোমরে ব্যথা চলে আসলো যার ফলে কষ্ট আরম্ভ হয়ে গেলো, আমীরে আহলে সুন্নাত তাঁর বন্ধুর সাথে হাসপাতালে (Hospital) তাশরিফ নিয়ে গেলেন, চেকআপ করিয়ে পুনরায় এসে যায়, তখন পরীক্ষার উপর পরীক্ষা আরম্ভ হলো যে, তিনি আপন তাবুর স্থান হারিয়ে ফেলেন আর তিনি তাঁর তাবু পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন না। এভাবে আমীরে আহলে সুন্নাত প্রথম দিনেই আপন কাফেলা থেকে পৃথক হয়ে গেলেন।

## আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত

৯ যিলহজ্ব পবিত্র আরফার দিন আসলে তখন লক্ষ লক্ষ (আল্লাহ পাকের মেহমান) সম্মানিত হাজী আরাফাতের ময়দানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। হজ্বের সবচেয়ে বড় রুকন "আরাফাতের ময়দানে



www.dawateislami.net

অবস্থান করা" যা ইহ্‌রাম অবস্থায় ৯ যিলহজ্ব দ্বি-প্রহরে ঢলে পড়া (অর্থাৎ যোহরের নামাযের সময় আরম্ভ হওয়া) থেকে নিয়ে সুবেহে সাদিকের দশম দিনের মাঝামাঝি একটি মুহূর্তের জন্যও এ ময়দানে প্রবেশ করলে সেই হাজী হয়ে যাবে। আশিকে মদীনা তাঁর সেই বন্ধুর সাথে পবিত্র মিনা থেকে প্রায় এগারো কিলোমিটার দূরে পায়ে হেঁটে আরাফাতের ময়দানে দিকে যাত্রা শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত আরাফাতের সেই মহান ও বরকতময় ময়দান এসে গেলো, যেখানে আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন যাহেরী হায়াতে মোবারকায় হজ্বে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছেন এবং জবলে রহমতের পাশে খুতবা দিয়েছেন। প্রত্যেক বছর আরাফাতের দিনে দু'জন নবী হযরত খিযির ও ইলইয়াস عَلَيْهِمَا السَّلَام ও সেই বরকতময় ময়দানে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। আরাফাতে আমীরে আহলে সুন্নাত কোন এক দিকে অতিক্রম করতে তাবুর একজন তাঁকে আরয করলেন। হযরত! দোয়া করে দিন। সেখানে তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে নম্রতা ও বিনয়ী সহকারে অশ্রু প্রবাহিত করে নিজের মত করে দোয়া করে দিলেন।

## মুযদালিফার রাত

এক দিনে মিনা শরীফ থেকে আরাফাত আর আরফাত শরীফ থেকে মুযদালিফার সফর এবং বিভিন্ন ইবাদত ইত্যাদির কারণে হাজীগণ সেই রাতে খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েন যে, যেন ক্লান্তই ক্লান্ত হয়ে গেলো। আমীরে আহলে সুন্নাত আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার পর মুযদালিফার জন্য রওয়ানা হয়ে গেলেন তখন রাস্তাতে অসুস্থ, অক্ষম, ক্লান্ত হাজীদের অন্যজনের কাঁধে আরোহণ করতে দেখা যায়। সারা রাস্তা



www.dawateislami.net

হাঁটতে হাঁটতে তাঁর পায়ে ফোলা ভাব চলে আসলো। হজ্বযাত্রীদের দ্বারা ভর্তি গাড়ি এমনভাবে দ্রুত ছুটে যাচ্ছিলো যে, থামছে না। যখন তিনি খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তখন আল্লাহ পাকের রহমত ও অদৃশ্যের সাহায্য হলো যে, তাঁর পাশে একটি কার এসে থামলো, তার মধ্যে উর্দূভাষীর কিছু লোক ছিলো তারা তাঁকে প্রস্তাব দিলেন: আমরা মুযদালিফা যাচ্ছি আপনিও বসে যান আমরা আপনাকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিবো। তিনি মনে মনে আল্লাহ পাকের এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলেন এবং গাড়িতে বসে গেলেন আল্লাহ পাকের এ নেক বান্দারা তাঁকে মুযদালিফা শরীফে পৌঁছিয়ে দিলেন।

তাওয়াফে ও সায়ী গিরচা তুম কো তাকাদে
কেয়ে জানা সবর আজর ইসমে বড়া হে
মিনা আওর আরাফাত মে ভীড় হো গী
কিয়ে জানা সবর আজর ইসমে বড়া হে

## শবে কদর থেকেও উত্তম

কতিপয় ওলামায়ে কিরামের মতে মুযদালিফার রাত হাজীদের জন্য "শবে কদর" থেকেও উত্তম। মুযদালিফার ময়দানে শয়তানকে মারার জন্য কঙ্কর নেয়া উত্তম। (কঙ্কর বাছায় আর রমি জামারাতের পদ্ধতির জন্য আমীরে আহলে সুন্নাতের কিতাব রফিকুল হারামাঈন ১৩৯ থেকে ১৪৬ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে নিন) আমীরে আহলে সুন্নাত রাত অতিবাহিত করে মুযদালিফায় অবস্থান করার পরপরই শয়তানকে কঙ্কর মারার জন্য পবিত্র মিনায় তাশরীফ নিয়ে যান।



www.dawateislami.net

## এক ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করলেন

মুযদালিফাতে অবস্থান করার পর হজ্বযাত্রীগণ রমি জামারাতের জন্য রাওয়ানা হচ্ছিলেন। তখনকার দিনে হজ্বের সময় শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপের স্থানে অনেক বেশি ঈর্ষা ইত্যাদির কারণে দূর্ঘটনা ঘটে যেতো, পিষ্ট হয়ে অনেক হাজী মারা যেতো। সেই বছরেও এমনটি ঘটলো, এক স্থানে লাশের স্তুপ দেখে তিনি অনেক আশ্চর্য হলেন। অতঃপর জানতে পারলেন যে, এটা একটি স্তুপ নয় এগুলো বিভিন্ন স্থান থেকে এনে এভাবে একত্রিত করা হয়। তিনি সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন, হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি এক ব্যক্তির উপর পড়লো যিনি ভিড়ের মধ্যে আহত হয়ে পড়ে গিয়েছে সেই ব্যক্তি পিষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম ছিলো, আমীরে আহলে সুন্নাতের মন মানলো না। তিনি নিচে ঝুঁকে উভয় হাতে তাকে তুলে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। যদিও এমন ঈর্ষার সময় মাটিতে ঝুঁকে যাওয়া বা মাটি থেকে কোন বস্তু তুলে নেয়ার সময় বড় দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে, পিছন থেকে আগমনকারী ব্যক্তিদের সাড়িতে পড়ে যেতে পারে আবার উপরে উঠতে পিষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবল আশাংকা থাকে, কিন্তু তিনি চোখের সামনে কোন মুসলমান নিচে পড়ে পিষ্ট হওয়ার দৃশ্য দেখাটা পছন্দ করেননি। তাঁর বন্ধু বললেন: ইলইয়াস এটা কি করলেন? তখন তিনি মুসকি হেসে বললেন: তার অন্তরকে জিজ্ঞাসা করো, "হয়তো যার প্রাণ বেঁচে গেলো তাকে জিজ্ঞাসা করো সে কি পরিমাণ খুশি হয়েছে।

## জামারাতে কঙ্কর মারার সময় এই ধারণা করুন

প্রথম দিনে যেহেতু বড় শয়তানকে কঙ্কর মারা হয়, আমীরে আহলে সুন্নাতও কঙ্কর মরলেন। তিনি বললেন: শয়তানকে কঙ্কর মারার



www.dawateislami.net

সময় এটা ধারণা করুন যে, যেই শয়তান (অর্থাৎ হামযাদ) আমর উপর চেপে বসেছে তাকে মারছি।

## হজ্বের কুরবানী

এরপর তিনি তাঁর বন্ধুর সাথে প্রাণী ক্রয় করে কুরবানীর মাঠে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, সেখানে লোকেরা কুরবানীর জন্য চুরি বিক্রয় করছে, তিনি একটি চুরি ক্রয় করে নিজের ও আপন বন্ধুর পশুও নিজ হাতে যবেহ করলেন, অন্যান্য হাজীরাও এটা দেখা দেখি আসতে থাকে বলেন আমাদের পশুগুলোও যবেহ করে দিন। তিনি কল্যাণকামী ও সহানুভূতি করতে গিয়ে বিনা পারিশ্রমে (Free of Charge) আটটি প্রাণী যবেহ করলেন।

## আরো একবার গায়বী সাহায্য

কুরবানী শেষ করার পর ইহরামের সময় রক্তের কিছু ছিঁটা দৃষ্টিগোচর হয়। সে সময় তাঁর সেই বন্ধুও ছিলো না তিনি একা হয়ে গেলেন। দুপুরের সময় হয়ে গেলো, আমীরে আহলে সুন্নাতের যোহরের নামায আদায় করতে হবে তাছাড়া রক্তে রঞ্জিত শরীরে ইহরামের কাপড় ছাড়া অন্য কোন কাপড় ছিলো না, যেটা পরিধান করে নামায আদায় করা যাবে। ক্ষুধার্ত ও পিপার্ত অবস্থায় একা হাঁটতে হাঁটতে আমীরে আহলে সুন্নাত মিনার উপত্যকার পথে আরবের প্রসাশনের পক্ষ থেকে দায়িত্বেরত আরব লোকদের জিজ্ঞেসা করেন: (فَيْنَ سُوْقُ الْعَرَبْ) (আরবীতে اَيْنَ অর্থ হলো "কোথায়" আরব শরীফে ইত্যাদিতে সাধারণ লোকেরা اَيْنَ কে فين বলে এই জন্য তিনি এটা বললেন) অর্থাৎ সো'কুল আরব (একটি স্থানের নাম) কোথায়?



www.dawateislami.net

কেউ উপরে যাওয়ার জন্য বলে এবং কেউ নিচে যাওয়ার জন্য বলে। পরে জানতে পারলাম এই ভদ্রলোকরা আরব শরীফের আশেপাশের গ্রাম থেকে বিশেষ করে হজ্বের দিনগুলোতে ডিউটি করতে আসেন। হয়তো তাদেরও এতো বেশি রাস্তা সম্পর্কে জানা নেই। তিনি এক আরবী ড্রাইবার ব্যক্তিকে সালাম দিয়ে নিজের মতো করে কথা বললেন যে আমি আমার কাফেলা থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছি। আমাকে سُوْقُ الْعَرَبْ যেতে হবে। সেই ব্যক্তিটি তাঁকে নিজের গাড়িতে বসিয়ে নিলেন, পথে ব্যক্তিটি আমীরে আহলে সুন্নাতকে খাওয়ার জন্য একটি আপেলও দিলেন। রাস্তায় অনেক ভীড় ছিলো, অনেক দূর পর্যন্ত মানুষের শুধু মাথা ও মাথা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, গাড়িটি হামাগুড়ি দিয়ে কোনো রকম سُوْقُ الْعَرَبْ পৌঁছলে ড্রাইবার বললো: (هٰذَا سُوْقُ الْعَرَبْ) অর্থাৎ এটা সো'কুল আরব। তিনি গাড়ি থেকে নেমে আরেক বার অজনা গন্তব্যের দিকে চলতে আরম্ভ করেন। তাঁর একজন মুআল্লিমের নাম স্মরণ আসে তখন তাই জিজ্ঞাসা করতে করতে সেই তাবুর দিকে চলে গেলেন কেননা উগ্র স্বভাব ও নম্র স্বভাব প্রভৃতি ম্যামন হাজীগণ সেই তাবুতে ছিলো। সেখানে পৌঁছে তিনি তাঁর শহীদ মসজিদের একজন মুক্তাদী মরহুম হাজী আলী বরকাতী এর সাথে সাক্ষাত হয় যিনি মজবুত আশিকে রাসূল ও বরকতী সিলসিলার তাজুল মাশায়েখ হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ মিয়া মারহারাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরিদ ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন আমি আমার কাফেলা হারিয়ে ফেলেছি, আমাকে যোহরের নামায পড়তে হবে আর আমার কাপড় রক্তে রঞ্জিত, যদি একটু পানির ব্যবস্থা হয়, তিনি পানির বোতল নিয়ে তাঁকে দিলেন। ঘটনা ক্রমে আমীরে আহলে সুন্নাতের ভাই মরহুম আব্দুল গণির ছেলে এবং তাঁর ভাতিজা আনোওয়ার



www.dawateislami.net

উরফে হাজী পেও (ম্যামন ভাষায় "পে" পিতাকে বলা হয়। আমীরে আহলে সুন্নাতের পিতা মরহুম হাজী আব্দুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামে আমীরে আহলে সুন্নাতের ভাই আব্দুল গণি সাহেব নিজ ছেলের নাম আব্দুর রহমান রেখে ছিলো তাঁকে স্নেহ করে "হাজী পে" বলে সম্বোধন করতো।) হজ্ব করতে গিয়েছিলেন, সেখানে তাঁরও সাক্ষাত হয়ে গেলো, তিনি তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলতেই থাকে ইতোমধ্যে "আগুন" আগুন" এর আওয়াজ আসে এবং আগুনের শিখা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। (প্রথমে হজ্বের সময় পবিত্র মিনায় প্রায় প্রতি বছর আগুন লাগতো, কেননা হাজী সাহেবরা চুলা নিয়ে যেতো, অতঃপর কতৃপক্ষের পক্ষ থেকে চুলা নেয়ার ক্ষেত্রে নিষাধাজ্ঞা দেয়া হয়, তখন কতিপয় লোক লুকিয়ে নিয়ে যেতো। যখন পুলিশ দেখতো তখন ভেঙ্গে ফেলতো, শাস্তি না দেয়ার কারণে লোকজন এটা মনে করতে লাগলো যে, যদি ধরাও পড়ে যায় তখন শুধু চুলা ভেঙ্গে দিবে। এই আগুন লাগার ঘটনা বন্ধ হয়নি আর যখনিই আগুন লাগতো তখন লাশের স্তুপ হয়ে যেতো, অতঃপর এই সমাধান বের হলো যে, পবিত্র মিনায় Fire Proof অর্থাৎ আগুন থেকে নিরাপদকারী তাবুর ব্যবস্থা করা হলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই পদক্ষেপ নেয়ার দ্বারা হজ্ব কতৃপক্ষ প্রথমবার আগুন মোকাবেলায় যথেষ্ট ভালো করেছে যার কারণে অনেক সহজ হয়েছে।)

## চারি দিকে আগুন

তাঁর সেই বন্ধু যিনি পানির বোতল নিয়ে দিয়ে ছিলেন, সাথে সাথে তিনি তার আসবাবপত্রের দিকে এটা বলে দৌঁড় দিলেন যে, আমার টাকার বেল্ট নিয়ে নিই। আমীরে আহলে সুন্নাত বলেন: আমার সম্পদতো এই পানির বোতল আর আমাকে যোহরের নামায পড়তে হবে। এ পরিস্থিতিতেও তিনি ভয় পেলেন না, যখন তাবু থেকে বের হলেন তখন দেখলেন যে আগুনের শিখা আসমানের সাথে কথা বলছে আর সাধারণ



www.dawateislami.net

মানুষ অনুভূতিহীন অবস্থায় দৌঁড়াচ্ছে। কিচ্ছুক্ষণের মধ্যে হেলিকপ্টার এসে গেলো যা দ্বারা আগুন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পানি নিক্ষেপ করেছিলো। আমীরে আহলে সুন্নাত নিজের মতো করে সাধারণ মানুষকে দৌঁড়ানো ও ছত্রভঙ্গ ইত্যাদি থেকে বাঁচার সতর্কতা দেয়া চেষ্টা করলেন আগুন অনেক দূরে আপনাদের পেছনে দৌঁড়বে না কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে কে শুনবে, কে বাধা দিবে! (আল্লাহ না করুক যদি কখনো ছত্রভঙ্গ ইত্যাদির পরীক্ষাতে ফেঁসে যান তখন লোকদের দেখাদেখি আপনি পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে নিজেকে নিজে কোন দেওয়াল বা পিলার ইত্যাদির আড়ালে চলে যান, যেনো চোখ বন্ধ করে পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তি অতিক্রম করতে পারে। না হয় আপনি তাদের গতিপথ থেকে বের হতে পারবেন না অথবা কোন কারণে পড়ে গেলে তাদের পদলীত হয়ে পিষ্ট হয়ে যেতে পারেন।)

## নামাযের চিন্তা

মানুষ প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় বিভিন্ন দিকে ছুটে যাচ্ছিলো, আর আমীরে আহলে সুন্নাত এই কঠিন পরীক্ষার মধ্যেও নামায আদায়ের চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি তাবুতে থাকা এক ব্যক্তিকে বললেন: কুরবানীর রক্তের কারণে আমার ইহরামের কাপড় নাপাক হয়ে গিয়েছে একটু জায়গা দিন যাতে আমি পানি দিয়ে আমার শরীর ইত্যাদি পাক করে নামায আদায় করতে পারি, একথা শুনে একজন সাহসী ব্যক্তি বললেন: মাওলানা সাহেব আমার কাপড়েও রক্ত লেগেছে আমিও এভাবে নামায পড়েছি, আমার অন্তরতো পবিত্র। مَعَاذَاللّٰه

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এটা অনেক বড় কঠোর বাক্য, এই বাক্যে কুফরী প্রকাশ পাচ্ছে। কেননা নামাযের জন্য পবিত্রতা শর্ত এবং যবেহ



www.dawateislami.net

করার সময় নির্গত রক্ত নাপাক হয়ে থাকে। সেই দূর্ভাগা ব্যক্তি মূলত নামাযের শর্ত অস্বীকার করে দিলো যে, অন্তরতো পবিত্র? এমন ব্যক্তিদের জন্য জরুরী যে, তারা সেই কথা থেকে তাওবা করে কালেমা পড়ে নিবে এবং নতুন ভাবে বিবাহ করবে, সুতরাং আমীরে আহলে সুন্নাত সেখান থেকে বাইরের (wash rooms) 'র দিকে এসে যায়, ব্যস তাঁর একটিই চিন্তা ছিলো আমার নামাযের সময় যেনো চলে না যায়, সেখানে আবার মরহুম হাজী আলী বরকাতীর সাথে সাক্ষাত হয়ে গেলো। আমীরে আহলে সুন্নাত বললেন: আপনিতো নামায পড়ে নিয়েছেন, আমাকে আপনার ইহরাম দিয়ে দিন আর আমার ইহরাম আপনি পরিধান করে নিন, আমীরে আহলে সুন্নাত পানির দু'বোতল দিয়ে শরীরে লাগা রক্ত পরিষ্কার করেন আবার দুই বোতল ক্রয় করে অযু করে اَلْحَمْدُ لِلّٰه সময়ের মধ্যে যোহরের নামায আদায় করে নিলেন।

হার ইবাদত ছে বড়তর ইবাদত নামায  সারি দৌলত ছে বড় কর হে দৌলত নামায

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!  صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## হালক ও তাওয়াফে যিয়ারত

হালক শরীফের পর তিনি মক্কায় উপস্থিত হয়ে হজ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় অংশ "তাওয়াফে যিয়ারত " এর বরকত লাভ করেন, আর এভাবে হজ্বের রোকন গুলো সম্পন্ন হয়, তবে একাদশ ও দ্বাদশের রমি অবশিষ্ট ছিলো। তিনি আবার পবিত্র মিনায় এসে যান। পবিত্র মিনায় যে স্থানে আগুন লেগেছে সেখানে তাঁর সেই বন্ধুকে পাওয়া গেছে, তাঁবুর ব্যবস্থা ছিলো না। আমীরে আহলে সুন্নাত সেই সময় করাচীর খারদার



www.dawateislami.net

এলাকার নূর মসজিদে ইমামতি করতেন। পথে নূর মসজিদের কাছে বসবাসকারী এক হাজী সাহেবের সাথে দেখা হয়, তিনি তাঁকে তার সাথে থাকার প্রস্তাব দেন। তিনি তা গ্রহণ করে নেন। তিনি তার পরিচিতদেরকে ফজরের নামাযের জন্য ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে বিশ্রামের জন্য শুয়ে থাকেন, কিন্তু অনেক দিনের ক্লান্তি থাকার সত্ত্বেও ফজরের সময় কেউ জাগ্রত করার পরিবর্তে চোখ খুলে যায় এবং ফজরের নামায আদায় করেন। তখনকার দিনে পানির প্রচন্ড অভাব ছিলো। অজু কক্ষে অনেক ভিড় ছিলো। আমাদের কয়েকবার পানি কিনতে হয়ছে। দ্বিতীয় রাতে, ফজরের নামায পড়ার জন্য পানির অভাবের ভয়ে এবং ফজরে ক্লান্তির কারণে চোখ খোলতে না পারার চিন্তায় তাঁর ঘুম আসছে না। তিনি একটি বোতলে পানি ভরে ছিলেন এবং সেই বোতলটি ছিলো স্তম্ভ (PILLAR) আড়ালে লুকিয়ে নিজেই স্তম্ভে হেলান দিয়ে বসলেন, বসতে বসতে ঘুমিয়ে পড়লেন। ফজরের নামাযের সময় চোখ খুলে গেলো ঘুমন্ত অবস্থায় পানির বোতলের দিকে হাত বাড়ালাম আরে এটা কি! পানির বোতল অদৃশ্য, তারপর কোনোমতে পানি সংগ্রহ করে ফজরের নামায আদায় করলেন।

## আমীরে আহলে সুন্নাত ও নামায

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমীরে আহলে সুন্নাত ফরয ও ওয়াজিবের পাশাপাশি সুন্নাত ও মুস্তাহাবেরও খুব যত্নবান তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব যে, তিনি ফরয নামায ছেড়ে দিবে? তিনি নামাযের ব্যপারে খুবই সংবেদনশীল। তিনি বললেন: আমার মনে হয় না যে, আমার জীবনে কখনো নামায কাযা হয়েছে বরং তিনি বিদেশ ভ্রমণের জন্যও এমন একটি ফ্লাইট বেছে নেন যেখানে নামাযের সময় না আসে, কেননা জাহজ



www.dawateislami.net

ইত্যাদিতে অযু করে নামায পড়া সহজ কথা নয়। কয়েক বছর পূর্বে তার অপারেশন হয়েছিলো এবং তাতেও তিনি ডাক্তারকে ইশার নামাযের পর সময় দিতে বলেছিলেন যাতে আপারেশন এবং বেহুশ ইত্যাদির পরে ফজরের নামায সময়ের মধ্যে আদায় করেতে পারেন, আমীরে আহলে সুন্নাত আপন নাত এর লিখিত কিতাব ওয়াসায়িলে ফেরদৌসে নামায সম্পর্কে লিখেছেন:

পিয়ারে আকা কি আখো কি ঠান্ডাক হে ইয়ে
কলবে শাহে মদীনা কি রাহাত নামায
ভাইয়ো! আগর খোদা কি রেযা ছাহিয়ে
আপ পড়তে রেহে বাজামাত নামায
জু মসলমান পাঁচো নামায পড়ে
লে চলে গি উনহে সূয়ে জান্নাত নামায
হো গি দুনিয়া খারাব আখিরাত বি খারাব
ভাইয়ো! তোম কভী ছোড় মাত নামায
ইয়া খোদা তুজ ছে আতা কি হে দোয়া
মুস্তফা কি পড়ে পিয়ারে উম্মত নামায

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**হে আশিকে আমীরে আহলে সুন্নাত!** আমাদেরও উচিত ফরয নামায আদায় করাতে কোনো প্রকার অবহেলা না করা বরং পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রথম কাতারে জামাআত সহকারে আদায় করা। আশিকে মদীনার সেই হজ্ব সফরে ফেরার সময় নামাযের নিমানুবর্তিতার প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা পড়ুন, যেটাতে তিনি শুধু নিজের নামাযই রক্ষা করেননি, বরং তাঁর সাথে থাকা অনেক হাজীকে গাড়ি থেকে নেমে ফজরের নামায পড়তে



www.dawateislami.net

উৎসাহিত করেছেন। ঘটনাটি পড়ুন। এবং ৭২ নেক আমলের পুস্তিকা ৩ নাম্বার নেক আমল: আপনি কি আজ আপনার ঘর, বাজার মার্কেট ইত্যাদিতে যেখানেই ছিলেন সেখানে নামাযের সময়ে নামায পড়া পূর্বে নামাযের দাওয়াত দিয়েছেন? এর উপর আমল করার নিয়্যত করে নিন।

## মক্কা থেকে আবার মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন

হাজীয়ো আউ শাহেন শাহ কা রাওযা দেখো
কাবা তো দেখ চুখে কাবা কা কাবা দেখো

সায়্যিদী আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মোবারক শের যেনো একটি প্রকৃত ফয়যান, হজ্ব কবুল হওয়া ও কাবার কাবা দীদারের জন্য আশিকে মদীনা হজ্বের কার্যবলী সম্পন্ন করে পুনরায় মদীনার উদ্দেশ্যে রাওনা হলেন। তিনি কয়েকজন হাজীর সাথে মদীনাগামী একটি ট্রাকে উঠেন। যাত্রা শুরুর আগে তিনি ড্রাইবারকে ফজরের নামাযের জন্য গাড়ি থামার অনুরোধ করেছিলেন। রাতের সময়, যখন যাত্রা শুরু হল, তখন তিনি বসে ছিলেন আর বসতে বসতে চোখে ঘুম আসলো, অনেক্ষণ পর যখন তাঁর চোখ খোললো, তখন ট্রাকটি আরবে মরুভূমিতে পবিত্র শহর মদীনার দিকে এগিয়ে চলছে, আমীরে আহলে সুন্নাত আসমানে কিছু সাদা রেখা দেখতে পায় তখন তিনি আওয়াজ দিতে আরম্ভ করলেন ফজরের সময় হয়ে গেছে তিনি "সালাত-সালাত" অর্থাৎ নামাযের আহবানের আওয়াজ উচু করা আরম্ভ করলো এবং সাথে সাথেই ট্রাকের পাশে জোর জোরে হাত দিয়ে আঘাত দিলে ড্রাইভার ট্রাকটি থামিয়ে দেয়, সবাই নেমে যায়, সেটি আসলেই আরবের মরুভূমি ছিলো। সর্বত্র নীরবতা দূর দূরান্ত পর্যন্ত পানির নামা নিশানা ছিলো না। তাঁর কাছে আবে যমযম



www.dawateislami.net

শরীফের পানির বোতল ছিলো, مَاشَآءَاللّٰه এমন কি সে সময়ও তাঁর কাছে শরয়ী মাসআলা সম্পর্কে কী ধরণের তথ্য ছিলো যে তিনি হাজীদের বললেন: আমার কাছে যমযমের পানি আছে, তাই আমি তায়াম্মুম করতে পারছি না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়াতে রয়েছে: আমাদের ইমামগণের মতে যমযম শরীফের পানি দিয়ে অযু গোসল নিঃসন্দেহে জায়েয। (ফতোওয়া রযবীয়া, ২/৪৫২) হ্যাঁ যারা পানি ব্যবহারে সক্ষমতা রাখেনা তারা তায়াম্মুম করে নিন। (ফতোওয়া রযবীয়া (১/২৩৪) ফজরের নামায আদায় করার পর আল্লাহ পাকের রহমত ও অনুগ্রহে আরো একবার তাঁর শেষ নবীর মদীনার দিকে সফর শুরু হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰه! এখন তিনি নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজী হিসেবে উপস্থিত হলেন। ওয়াসায়িলে বখশিশে রয়েছে:

সরকার পের মদীনা মে আত্তার আগিয়া
পের আপকা গাদা শাহে আবরার আগিয়া
আচি পে কিজিয়ে করম আয় শাফিয়ে উমাম
আত্তার মাগফিরাত কা তলব গার আগিয়া

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৮, ১৯৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net

## আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

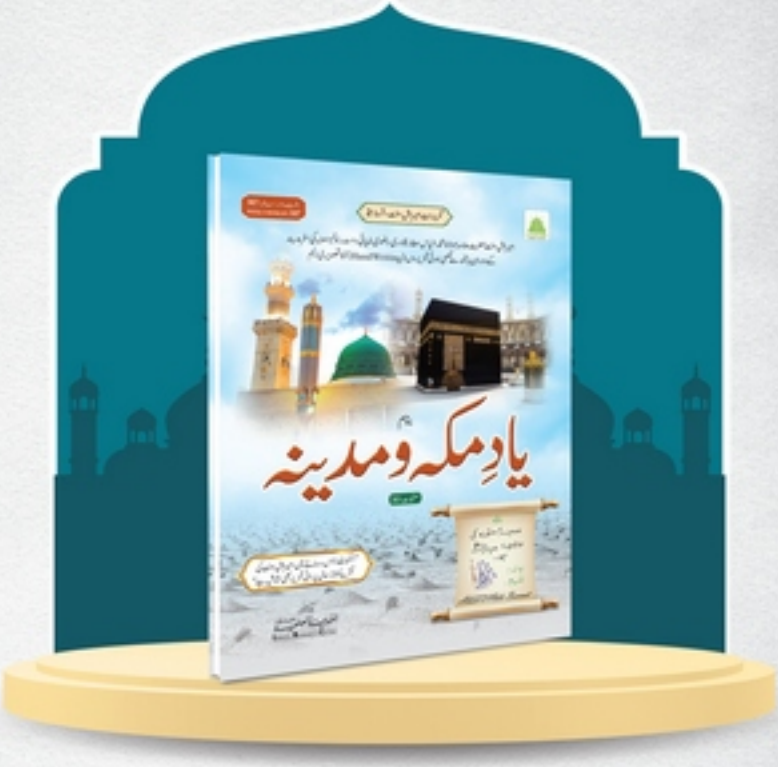




## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net